দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ

এক সপ্তাহের ব্যবধানে কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ (কুমেক) হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপর দ্বিতীয়বার হামলার ঘটনা ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়বার সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার সকাল হইতে মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীদের সকল ক্লাস এবং পরীক্ষাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অন্যদিকে, চিকিৎসকদের ৮ দিন ধরিয়া টানা কর্মবিরতিতে ভোগান্তিতে পড়িয়াছিলেন রোগীরা। ৫০০ শয্যার এই হাসপাতালে বর্তমানে ভর্তি আছে আট শতাধিক রোগী। প্রসঙ্গত, ১ জানুয়ারি রাত্রে রোগীর স্বজনরা হামলা চালাইয়া ওই হাসপাতালের চারজন ইন্টার্নি চিকিৎসককে মারধর ও লাঞ্ছিত করে। ইহার জের ধরিয়া থানায় মামলা এবং আসামি গ্রেফতারের ঘটনা ঘটিলে বৃহস্পতিবার রাত্রে হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপর তাহারা পুনর্বার হামলা করে এবং ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। তবে আশার কথা হইল, গত রবিবার দুপুরে কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আয়োজিত সভায় প্রশাসনের পক্ষ হইতে চিকিৎসকদের দাবি মানিয়া নিবার আশ্বাস প্রদানের প্রেক্ষিতে কর্মবিরতির কর্মসূচি স্থগিত করা হইয়াছে।

এই ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়া সংবাদ-মিডিয়ায় প্রকাশিত হইয়াছে এমন বলা যাইবে না। তবে ব্যাপারটি গুরুতর। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান বলিতে আমরা যাহা বুঝি হাসপাতাল এবং বিশেষত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলি তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সমাজের মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য এবং জীবন-মরণের সঙ্কট মুহূর্তে হাসপাতাল ও চিকিৎসকেরাই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। আবার, মেডিক্যাল কলেজগুলি হইতেই সমাজের জন্য ভবিষ্যতের চিকিৎসকেরা তৈরি হইতেছেন। এইরকম একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নির্বিঘ্নভাবে পরিচালনার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাইবে তাহা সকলেই প্রত্যাশা করে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি, দখলদারিত্ব কিংবা ভাগবাটোয়ারার হিস্যা লইয়া ছাত্রসংগঠনগুলির আন্তঃদলীয় কিংবা অন্তর্দলীয় কোন্দলের কারণে মেডিক্যাল কলেজগুলি হরহামেশাই বন্ধ রাখিতে হয়। চিকিৎসকদের নানান সাংগঠনিক তৎপরতাও অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসা কার্যক্রম ব্যাহত করে। উপরন্তু, ভুল চিকিৎসা বা অবহেলার অজুহাতে চিকিৎসাপ্রার্থীদের পক্ষের লোকেরাও মাঝেমধ্যেই হাসপাতালের চিকিৎসকদের উপর চড়াও হইয়া বসেন। ফলে, অনিবার্যভাবেই জরুরি চিকিৎসা এবং শিক্ষা কার্যক্রম উভয়ই ব্যাহত হইতে থাকে।

কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজে যাহা ঘটিয়াছে তাহা অত্যন্ত দুঃখজনক। রোগীর পক্ষ একবার হামলা চালাইয়া শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের মারধর করিয়াছে, অতঃপর পুলিশ অভিযুক্তদের ধরিলে পুনর্বার হামলা করিয়াছে। হাসপাতালের মতো একটি প্রতিষ্ঠানে এইরকম হামলা কিছুতেই মানিয়া লওয়া যায় না। রোগীর পক্ষ এইরকম দুঃসাহস দেখাইতে থাকিলে হাসপাতালের মতো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। উপরন্তু, পেশীশক্তির এইরকম ভীতিকর চর্চা দেখিয়া চিকিৎসক, অন্যান্য কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীরাও নৈতিক মনোবল হারাইয়া ফেলিবে। তবে চিকিৎসাপ্রার্থীদের ক্ষোভের দিকটিও আমলে নেওয়া প্রয়োজন। একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চিকিৎসকের মধ্যে সেবার মানসিকতা এবং পেশাদারিত্বের অভাব আজকাল প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ফলে, চিকিৎসাপ্রার্থীদের মধ্যে হতাশা ও বিক্ষোভ জাগিয়া ওঠে এবং তাহা নিরসনের পথ না পাইয়া মাঝেমধ্যেই সহিংসতায় পর্যবসিত হয়। তাই, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলির মতো জরুরি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি সকলের আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতা যেন টিকিয়া থাকে সেই ব্যাপারে চিকিৎসক সম্প্রদায় এবং প্রশাসনের পক্ষ হইতে সর্বতোভাবে আন্তরিক হইতে হইবে। অপ্রতুল চিকিৎসা সুবিধার এই দেশে সেবার মানসিকতা ও পেশাদারিত্বকে অগ্রাধিকার প্রদানের সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। অন্যদিকে, কোনো অজুহাতেই যেন চিকিৎসকেরা অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার না হয় সেইরূপ সামাজিক অঙ্গীকারও আমাদের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এইক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ও সামাজিক সচেতনতা গড়িয়া তুলিবারও কোনো বিকল্প নাই।